পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলীআনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ২৩শ সংখ্যা

১লা বৈশাখ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৩ ইং ॥ ১লা রজব ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৫ই ইখা ১৩৬১/১৫ই অক্টোবর ১৯৮২ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

জগতে আলোর পর আঁধারের সৃষ্টি হওয়া প্রাকৃতিক বিধানের একটি অবিচ্ছিদ্য অংশ।

মুমেনদের উপর ইহা ফরজ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তারা যেন আঁধারের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে দোওয়ারত থাকে।

সুরা আল-ফালাকে কেয়ামতকাল ব্যাপী প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার দোওয়া শিখানো হয়েছে।

সাফল্যসমূহের উপর উচ্চ গলায় দাবী করা এবং দাবীর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোওয়া না করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

আমাদের বিজয়ের ধারাবাহিক শৃঙ্খল কোন দিন বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না 'লে-ইউয্‌হেরাহু আলাদ্‌দীনে কুল্লেহি' সংক্রান্ত (কুরআনী) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহার পর হুজুর (আইঃ) সুরা আল-ফালাক তেলাওয়াত করেন :—

قل اعوذ برب الفلق ۔ من شر ما خلق ۔ ومن شر غاسق اذا وقب ۔ ومن شر النفثات فی العقد ۔ ومن شر حاسد اذا حسد ۔

তারপর বলেন :

কুরআন করীমের ইহা এক অতি সাবলীল ও সুমধুর পদ্ধতি যে, দোওয়ার রঙে মানুষকে ইহা তরবিয়ত ও শিক্ষাদান করে। দোওয়ার দ্বারা যে ফায়দা মানবের হয়ে থাকে, তা তো যথাস্থ, তাছাড়া ঐ সকল দোওয়াতে মানুষের তরবিয়তের সহিত সম্পৃক্ত বড়ই গভীর বিষয়াবলীও সন্নিবিষ্ট থাকে, যা মানুষের মন, মেধা, মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি ও আবেগানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্য দান করে এবং অনেক সময় মানুষ বিভিন্ন সময় ও সুযোগে এবং বিভিন্ন আবেগ-উত্তেজনায় যে ভুল-ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ে, সে সব ভুল-ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করে এবং পদস্খলন থেকে বাঁচায়।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ২৩শ সংখ্যা

১লা বৈশাখ ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৩ ইং : ১৫ই শাহাদত ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পারা **৩য় রুকু**

২২। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা গণ্য করে, সত্য কথা এই যে, যালেমগণ কখনও সফলকাম হয় না।

২৩। যে দিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব, অতঃপর যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বলিব, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করিতে (যে তাহারা আল্লাহ্‌র শরীক) তোমাদের (মনগড়া) ঐ সকল শরীক কোথায় ?

২৪। তখন এই কথা বলা ছাড়া তাহাদের আর কোন ওযর থাকিবে না যে, আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আমাদের রব্ব, আমরা মুশরেক ছিলাম না।

২৫। দেখ, (এই ক্ষেত্রে) তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা বলিবে এবং তাহারা (ইহার পূর্বেও) যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত ও-সবই তাহাদের ব্যাপারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

২৬। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যাহারা তোমার (কথার) প্রতি কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে, এবং তাহাদের কানে বধিরতা (রহিয়াছে) এবং যদিও তাহারা সকল প্রকার নিদর্শন দেখে, তবুও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না, এমন কি যখন তাহারা তোমার নিকট আসে, তাহারা তোমার সহিত তর্ক করে ; কাফেরগণ বলে, ইহা (অর্থাৎ কোরআন) প্রাচীনদের কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২৭। তাহারা ইহা হইতে (অন্যদেরকেও) রোধ করে এবং নিজেরাও ইহা হইতে দূরে থাকে,

বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

২৮। এবং তুমি যদি (তাহাদিগকে সেই সময়) দেখিতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে খাড়া করা হইবে, তখন তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যতে কখনও আমাদের রব্বের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা গণ্য করিতাম না, এবং আমরা মোমেনগণের অন্তর্গত হইতাম।

২৯। বস্তুতঃ (ইহার) পূর্বে তাহারা যাহা (কিছু) গোপন করিতে ছিল, তাহা (এখন) তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যদি তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইত, তবুও তাহারা পুনরায় নিশ্চয় (সেই কথার দিকে) ফিরিয়া যাইত যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইত এবং নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের এই দাবীতে মিথ্যাবাদী।

৩০। এবং তাহারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনই (জীবন) নাই এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।

৩১। এবং তুমি যদি (তাহাদিগকে সেই সময়) দেখিতে যখন তাহাদিগকে তাহাদের রব্বের সম্মুখে খাড়া করা হইবে, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, ইহা অর্থাৎ (দ্বিতীয়) জীবন কি সত্য নহে? তাহারা উত্তরে বলিবে, কেন নহে? আমাদের রব্বের কসম (ইহা নিশ্চয় সত্য), তিনি বলিবেন, তোমরা অস্বীকার (এবং হঠকারিতা) করিতে; সুতরাং আযাব (-এর স্বাদ) ভোগ কর।

৪র্থ রুকু

৩২। যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ (-এর বিষয়)-কে মিথ্যা গণ্য করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমনকি যখন সহসা তাহাদের উপর সেই মুহূর্ত আসিবে, তখন তাহারা বলিবে, হায় আমরা এই মুহূর্ত সম্বন্ধে যে অবহেলা করিয়াছিলাম, উহার জন্য আমাদের উপর পরিতাপ, এবং তখন তাহারা নিজেদের (পাপের) বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহণ করিবে; শুন! যে বোঝা তাহারা বহণ করিবে, উহা অতীব মন্দ হইবে।

৩৩। এবং পার্থিব জীবন অসার খেলাধুলা এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের ঘর নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

৩৪। আমরা অবশ্য জানি (এবং এই কথাই সত্য) যে, তাহারা যাহা বলে, তাহা নিশ্চয় তোমাকে দুঃখ দেয়, কারণ তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করে না বরং যালেমগণ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে জানিয়া বুঝিয়া অস্বীকার করিতেছে।

৩৫। এবং নিশ্চয়ই তোমার পূর্বেও রসুলগণকে মিথ্যাবাদী গণ্য করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া

হইয়াছিল তাহারা সবুর করিয়াছিল, এমন কি তাহাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসিয়া পৌছিল ; আল্লাহ্‌র কথাকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারিবে না এবং তোমার নিকট রসুলগণের কতক সংবাদ অবশ্যই পৌছিয়া গিয়াছে।

৩৬। এবং যদি তোমার উপর তাহাদের বিমুখতা দুঃসহ হইয়া থাকে তবে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন গোপন সিঁড়ি অনুসন্ধান করার যদি তোমার সাধ্য থাকে এবং অতঃপর তাহাদের জন্য তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া দিতে পার (তাহা হইলে তুমি অবশ্যই ইহা কর) এবং যদি আল্লাহ্‌ চাহিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাদের সকলকে হেদায়তে সমবেত করিতেন, সুতরাং তুমি অজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হইওনা।

৩৭। যাহারা শুনে, একমাত্র তাহারাই কথা মানে, এবং (যাহারা) মৃত, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে উঠাইবেন, অতঃপর তাহাদিগকে তাঁহারই দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

৩৮। এবং তাহারা বলে, তাহার উপর তাহার রব্বের নিকট হইতে কোন নিদর্শন কেন নাযেল করা হয় নাই ? বল, আল্লাহ্‌ এই বিষয়ে নিশ্চয় ক্ষমতাবান যে তিনি কোন নিদর্শন নাযেল করেন কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই (এই কথা) জানে না।

৩৯। এবং যমীনে চলমান সকল জীব এবং নিজ নিজ ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড্ডয়নশীল সকল পাখী তোমাদেরই ন্যায় এক এক উম্মত বিশেষ। আমরা এই কিতাবে কোন ত্রুটি রাখি নাই, অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের রব্বের সম্মুখে সমবেত করা হইবে।

৪০। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা গণ্য করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা বধির, মুক (এবং) অন্ধকারে (পড়িয়া) আছে, আল্লাহ্‌ যাহাকে চাহেন ধ্বংস করেন এবং যাহাকে চাহেন সরল পথে পরিচালিত করেন।

৪১। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আসে অথবা তোমাদের উপর সেই (প্রতিশ্রুত) কাল আসিয়া পড়ে, তখন তোমরা কি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহাকেও ডাকিবে ?

৪২। না, বরং তোমরা কেবল তাঁহাকেই ডাকিবে, অতঃপর যে (দুঃখ দূর করার) জন্য, তোমরা তাঁহাকে ডাকিবে তিনি চাহিলে তাহা নিশ্চয় দূর করিয়া দিবেন, এবং তোমরা যাহাকে (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিতেছ, তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধরাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

যাকাত ও উহার গুরুত্ব

১। হযরত উমর বিন্ জোয়াইব রাযিআল্লাহু আনহু তাঁহার পিতামহের মধ্যবর্তিতায় রেওয়ায়েত করেন যে, এক স্ত্রীলোক তাহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসিয়াছিল। তাহার কন্যা স্বর্ণের ভারী কঙ্কন পরিহিত ছিল। হুজুর (সাঃ) ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "ইহার যাকাত দাও কি?" সে বলিল, "না।" তিনি (সাঃ) বলিলেন: "তুমি কি পছন্দ কর যে আল্লাহ্‌তায়ালা কিয়ামতের দিন তোমাকে আগুনের কঙ্কন পরান?" ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি তাহার মেয়ের হাত হইতে কঙ্কন খুলিয়া ফেলিল এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া নিবেদন করিল: "ইহা আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁহার রসুলের জন্য। যেখানে চান, আপনি (সাঃ) খরচ করুন।" ('আবু দাউদ; কেতাবুয্-যাকাত, বাবুল্-কান্‌যু মা হুয়া-যাকাতুল্ হুলি ২১৮ পৃঃ)

২। হযরত আবদুর রহমান বিন্ সায়েদ আস্‌সা'দী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে, যাহার নাম ছিল ইব্‌নুল্ লুৎবিয়া, যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মুহাস্‌সিল (সংগ্রহকারী) নিযুক্ত করিলেন। যখন সে যাকাত উসল করিয়া ফিরিয়া আসিল—তখন সে বলিল, "এই আপনার (সাঃ) এবং উপহাররূপে, এই আমি পাইয়াছি।" ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়াইলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও সানা করিলেন। অতঃপর, ফরমাইলেন: "দেখ, আমি তোমাদের কাহাকেও এরূপ কাজ সম্পাদ করি, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা আমার তত্ত্বাবধানে দিয়াছেন। অতঃপর, যখন সে ঐ কাজ সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন সে বলিল যে, এই আপনার এবং এই আমি উপহার পাইয়াছি'। যদি সে সত্যবাদী হইয়া থাকে, তবে কেন সে তাহার মাতা পিতার গৃহে বসিয়া থাকে নাই? উপহার-উপঢৌকন তাহার নিকট আসিতে থাকিত! খোদার কসম, তোমাদের যে ব্যক্তিই হক্ ছাড়া গ্রহণ করিবে, সে কিয়ামতের দিন তাহা বহণ পূর্বক খোদাতায়ালার সম্মুখে হাজির হইবে। আমি যেন সেখানে না দেখি, তোমাদের কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত এবং উট বহণ করিতেছে এবং উহা রব করিতেছে, গাভী বহণ করিতেছে এবং উহা হম্বা হম্বা করিতেছে। ছাগ বহণ করিতেছে এবং উহা ভেঁ ভেঁ করিতেছে" অতঃপর তিনি (সাঃ) এত উর্ধে হাত উঠাইলেন যে, তাঁহার (সাঃ) বাহু-মূলের শ্বেতাংশ দেখা যাইতে ছিল এবং বলিলেন: "আল্লাহ্! আমি তোমার বার্তা হুবহু পৌঁছাইয়া দিলাম'।" ['মুসলিম; কেতাবুল্ উমরাহ্ বাবু তাহরীমেল হাদইয়েল উম্মালে, পৃঃ ২-১: ১৯৮]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের অনুবাদ হইতে)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

"বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণে উৎসাহী ব্যক্তিদের খেদমতে জরুরী বক্তব্য"

"হে মুমেন ভ্রাতাগণ! ('আইয়াদাকুম বে-রুহিম্ মিনহু'—'আল্লাহ্ তাঁর নিকট হইতে প্রেরিত রুহ্-এর দ্বারা আপনাদের সাহায্য করুন!') আপনারা সকলই, যাঁহারা ঐকান্তিকরূপে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই অধমের নিকট বয়েত গ্রহণের ইরাদা রাখেন, * বিশদরূপে অবহিত উহন যে, মহিমান্বিত ও মহানুভব প্রতিপালক প্রভু—যিনি ইরাদা করিয়াছেন যে বিভিন্ন প্রকারের মতভেদ, অনৈক্য, মনোমালিন্য, হিংসা-বিদ্বেষ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও ফাসাদ—যাহা কি-না মুসলমানদিগকে বে-বরকত ও অকর্মণ্য এবং দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে—এ সব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া 'ফা-আস্ বাহ্‌তুম বে-নে'মাতেহি ইখ্‌ওয়ানা' (—অর্থাৎ, "অতঃপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে

---

* উক্ত তারিখ অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ ১৮৮৯ইং হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এই অধম লুধিয়ানায় 'মহল্লা-জদীদে' অবস্থানরত থাকিবে। উক্তকালে যদি কোন ভ্রাতা আসিতে চাহেন, তাহা হইলে লুধিয়ানাতে ১০ই মার্চের পরে উপস্থিত হইবেন। আর যদি এখানে আসা কাহারো পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হয়, তাহা হইলে ২৫শে মার্চের পরে যখন ইচ্ছা কাদিয়ানে স্বীয় আগমন-সংবাদ দানে বয়েত করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইবেন। কিন্তু এ বয়েতের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রকৃত ও যথার্থ তাকওয়া (খোদাভীরুতা) এখ্‌তিয়ার করা এবং সাচ্চা মুসলমানে পরিণত হওয়ার জন্য সচেষ্ট ও তৎপর হওয়া—সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটি যেন উত্তমরূপে স্মরণ থাকে। এবং এই ধারণা বা সংশয়ে পতিত হওয়া উচিত নয় যে, তাকওয়া এবং সাচ্চা মুসলমান হওয়া যদি পূর্ব হইতে শর্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার পরে বয়েতের প্রয়োজনই বা কি, বরং স্মরণ রাখা উচিত যে, বয়েতের উদ্দেশ্য হইল, যাহাতে সেই তাকওয়া, যাহা প্রথমাবস্থায় কষ্ট-কল্পনা ও চেষ্টা-প্রয়াসের পথে ইখ্‌তিয়ার করা হয় তাহা যেন অপর (তথা যথার্থ ও স্বতঃস্ফূর্ত তাকওয়ার) রূপ পরিগ্রহ করে এবং খাঁটি ও কামেল বান্দাগণের মনঃসংযোগ ('রুহানী তওয়াজ্জোহ্') এবং আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে স্বভাব-চরিত্রে প্রবিষ্ট হইয়া উহার অঙ্গীভূত হয় এবং অন্তঃকরণে সেই 'মিশকাতী নূর' উদ্ভাসিত হয়, যাহা 'উবুদিয়ত' ও 'রবুবিয়ত'-এর পারস্পরিক গভীর সংযোগ ও সম্পর্কের দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহাকে সুফীগণ অন্য কথায় 'রুহুল-কুদ্দুস'-ও বলিয়া থাকেন, যাহা সৃষ্টি হওয়ার পর খোদাতায়ালার না-ফরমানী বা অবাধ্যতা স্বভাবতঃ এমনই খারাপ বোধ হয় যেমন উহা স্বয়ং খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে খারাপ এবং ঘৃণ্য। তেমনি খালকুল্লাহ্ (—আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব ও বস্তু) হইতে নিস্পৃহা ও আকর্ষণ-চ্যুতি ঘটে, বরং খালেক ও মালেকে হাকিকী (আল্লাহ্‌তায়ালা) ব্যতীত

তাঁরই নে'মত স্বরূপ তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলে')—আয়াতের প্রতীক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাহেন—তাঁহারই 'ইল্‌কা' ('ঐশী প্রেরণা ও ভাবোদ্রেক) মূলে আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, আপনাদের জন্য নির্ধারিত বয়েতের অন্যতম ফায়েদা ও কল্যাণ এই ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল যে, একটি গ্রন্থে (রেজিষ্টারে) আপনাদের সকলের মুবারক নাম, জন্মতারিখ, ঠিকানা (স্থায়ী ও অস্থায়ী) এবং (সম্ভব হইলে) কিয়দ মন্তব্য সহ লিপিবদ্ধ করা হউক।..... এই ব্যবস্থা—যদ্বারা সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের বিপুল সংখ্যক দল (জামাত) একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া সামষ্টিক এককের ধারায় আল্লাহ্‌র নিখিল সৃষ্টির সামনে দৃশ্যমান ও উদ্ভাসিত হইবে এবং নিজেদের সাচ্চায়ী ও সত্যপরায়ণতার বিভিন্নমুখী কিরণসমূহকে একই সরল রেখায় প্রকাশিত করিবে —ইহা 'খোদাওন্দে আয্‌যা ও জাল্লা'-এর দৃষ্টিতে অতি পছন্দনীয় (বলিয়া গৃহীত) হইয়াছে।..... ইনশাআল্লাহুল-কদীর, ইহা অতীব কল্যাণ ও বরকতের কারণ হইবে। তন্মধ্যে একটি অতিমহান বিষয় এই যে, এতদ্বারা বয়েতকারীগণের মধ্যে শীঘ্র পরস্পর পরিচয় ঘটিবে, পরস্পর পত্রালাপ করার এবং একে অন্যের উপকার ও আদান-প্রদানের উপায় ও উপকরণ উদ্ভাবিত হইবে, এবং

প্রতিটি মওজুদ (পার্থিব) বস্তুকে অস্তিত্বহীন তুল্য জ্ঞান করিয়া 'ফানা নায্‌রী' (—আল্লাহ্‌তে আত্মোবিলোপ')-এর দর্জা হাসিল হয়। সুতরাং উক্ত 'নূর' সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রারম্ভিক তকওয়া হইল শর্ত স্বরূপ, যাহা সঙ্গে লইয়া খাঁটি সত্যান্বেষী ব্যক্তি বয়েতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন শরীফের লক্ষ্যগত হেতু বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: 'হুদাল-লিল-মুত্তাকীন' (—'ইহা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়ত স্বরূপ')। ইহা বলেন নাই যে, 'হুদাল-লিল-ফাসেকীন' অথবা 'লিল-কাফেরীন' (—'ফাসেক অথবা কাফেরদের জন্য হেদায়ত স্বরূপ')। প্রারম্ভিক তকওয়া—যাহা লাভে মুত্তাকী শব্দটি মানুষের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে—তাহা একটা স্বাভাবিক অঙ্গ বিশেষ সৌভাগ্যশালী পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রাকৃতিক কাঠামোতে নিহিত করা হইয়াছে, এবং 'রবুবিয়তে উলা' (—প্রাথমিক পর্যায়ে ঐশী প্রতিপালন শক্তি') উহার লালন ও উন্মেষ এবং অস্তিত্বদান করে যদ্বারা মুত্তাকীর "প্রথম (রুহানী) জন্ম" লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই আভ্যন্তরীণ নূর, যাহা 'রুহুল-কুদ্দুস' নামে অভিহিত, তাহা 'উবু দিয়তে-খাস্‌সা তাম্মা' (—খাঁটি ও পূর্ণ উপাসকত্ব) এবং 'রবুবিয়তে-কামেলা-মুস্‌তাজ্‌মেয়া' (পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ প্রতিপালন উপাসনা)-এর মধ্যে পূর্ণ সংযোগ ও সম্মিলন ঘটার মাধ্যমে "সুম্মা আন্‌শা'নাহু খাল্‌ফান আখার' (—'অতঃপর আমরা উহাতে অপর এক সৃষ্টির বিকাশ ঘটাইয়া দেই')—আয়াতে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। আর ইহাই হইল 'রবুবিয়তে-সানিয়া'—যদ্বারা মুত্তাকী 'দ্বিতীয় জন্ম' লাভ করে এবং 'মালাকুতী' বা ফেরেশতাতুল্য মোকামে উপনীত হয়। উহার পর হইল তৃতীয় রবুবিয়তের দর্জা, যাহা 'খাল্‌কে-জদীদ' নামে অভিহিত, যদ্বারা মুত্তাকী 'লাহুতী মোকামে' উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়বার জন্ম লাভ করে। ফা-তাদাব্বার (গভীর মনোনিবেশ সহকারে উক্ত তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হউন)।"

অসাক্ষাতেও একে অন্যকে কল্যাণ সূচক দোওয়ার মাধ্যমে স্মরণ করিবে। তেমনিধারায় এই পারস্পরিক পরিচয়ের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক সুযোগ ও উপযুক্ত সময় ও স্থলে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন এবং একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতায় অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত নিত্য-সাথীর ন্যায় আত্মনিয়োজিত হইবেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজের সম-ইরাদত বিশিষ্ট ও একমনা লোকদের নাম ও পরিচিতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া অবগত হইতে পারিবেন যে, তাঁহার রুহানী ভ্রাতাগণ জগতে কি পরিমাণ ছড়াইয়া আছেন এবং খোদাপ্রদত্ত কি কি গুণে তাঁহারা গুণান্বিত। আর এই অবগতির দ্বারা তাহাদের নিকট স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইবে যে, খোদাতায়ালা কি অলৌকিক রূপে এ জামাতটিকে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং কত শীঘ্র ও দ্রুতবেগে ইহাকে জগৎব্যাপী বিস্তৃত করিয়াছেন।

আর এস্থলে এ ওসিয়তটিও লিপিবদ্ধ করা সমীচীন বলিয়া মনে করি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি পরম সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করিবে এবং সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও অধিক মাত্রায় তাহাদের সমাদর করিবে। তাহাদের সহিত শীঘ্র আপোষ-নিষ্পত্তি করিবে ও মনোমালিন্য দূর করিয়া ফেলিবে এবং নির্মল ও নিষ্কণ্টক চিত্তে পরিণত হইবে, যেন এক কণা পরিমাণও হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও বিদ্যমান না থাকে। কিন্তু কেহ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লিপিবদ্ধ বয়েতের শর্তাবলীর বরখেলাপ কার্য করে এবং নিজ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কার্য-কলাপ হইতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে এই সেলসেলা হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইবে। (ক্রমশঃ)

(ইশতেহার, ৪ঠা মার্চ ১৮৮৯ইং)

অনুবাদ : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। চুলকানি হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবর‍্যাটরীজ

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা ফোন ঃ ২৫৯০২৪

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২০)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর মদীনায় প্রবেশ

মক্কা হইতে বিতাড়িত নবী এখন দুনিয়ার বাদশাহ্। তিনি যদিও দুনিয়ায় ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার গোলামগণ তাঁহার উক্ত ভবিষ্যৎবানীগুলিকে পূর্ণ হইতে দেখিলেন। সুরাকা চলিয়া যাওয়ার পর হযরত রসুলে করীম (সাঃ) পুনরায় যাত্রা শুরু করেন এবং কয়েকদিন পর মদীনায় প্রবেশ করেন। মদীনাবাসীগণ অধীর আগ্রহের সহিত তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, যে সূর্য মক্কার জন্য উদিত হইয়াছিল এখন তাহা মদীনাকে আলোকিত করিতে আসিতেছে।

মদীনাবাসীগণ যেদিন এই সংবাদ পাইলেন যে, মহানবী (সাঃ) মক্কা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন সেদিন হইতেই তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মদীনার বাহিরে কয়েক মাইল পথ আগাইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। তিনি মদীনার নিকট পৌঁছিয়া ইহার পার্শ্ববর্তী কুব্বা নামক গ্রামে আপাততঃ অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। একজন ইহুদী হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর উটকে আসিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ কাফেলা তাঁহারই। তিনি একটি উঁচু টিলার উপর আরোহণ করিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিলেন, "হে কায়লার সন্তানগণ (কায়লা মদীনাবাসীগণের এক দাদী ছিলেন) আপনারা যাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন তিনি আসিয়া গিয়াছেন।" এই আওয়াজ তাঁহাদের কর্ণগোচর হওয়ামাত্র মদীনার প্রতিটি ব্যক্তি কুব্বার দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। অপর দিকে খোদাতায়ালার নবীকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া কুব্বার অধিবাসীগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার সম্মানে গান গাহিতে লাগিলেন।

এই সময় কুব্বায় এমন এক ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর সহজ সরল জীবন যাপনের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মদিনার অধিকাংশ লোক তাঁহাকে চিনিতেন না।

তিনি বাহিরে একটি গাছের নীচে বসিয়া ছিলেন এবং মদীনা হইতে লোকজন তাঁহার দিকে আসিতেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যদিও বয়সে ছোট ছিলেন কিন্তু তাঁহার দাড়ী কিছুটা শুভ্র ছিল এবং তাঁহার পোষাক মহানবী (সাঃ)-এর পোষাক অপেক্ষা কিছুটা ভাল ছিল। ফলে যাঁহারা হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে চিনিতেন না, তাঁহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে মহানবী (সাঃ) বলিয়া মনে করিতেন এবং অতি বিনয়ের সহিত তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) লক্ষ্য করিলেন যে, লোকেরা ভুল করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চাদর দ্বারা সূর্যরশ্মি আড়াল করিলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনার শরীরে রোদ লাগিতেছে। আমি আপনাকে ছায়া দিতেছি।" (বুখারী)। সুকৌশলে আদবের সহিত তিনি মদীনাবাসীগণের ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। কুব্বায় ১০ দিন অবস্থানের পর মদিনাবাসীগণ মহানবী (সাঃ)-কে মদীনায় লইয়া গেলেন। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) মদিনায় প্রবেশ করিলে নারী, পুরুষ, শিশু, নির্বিশেষে মদীনার সব মুসলমান তাঁহাদের গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা জানান। শিশু ও স্ত্রীলোকগণ এই গান গাহিতে লাগিলেন :

[তালায়াল বাদরু আলাইনা। মিন সানিইয়াতিল ভিদায়ী ॥
ওজাবাশ্‌-শুক্‌রু আলাইনা। মা দায়া লিল্লাহি দায়ী ॥
আইউহাল মাব্‌উসু ফীনা। জি'তা বিল-আমরিল মাতায়ী।]

অর্থাৎ, দতুর্দশীর চাঁদ উপত্যকার পশ্চাৎ হইতে উদিত হইয়াছে এবং যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌-তায়ালার দিকে আহ্বানকারী দুনিয়াতে বর্তমান আছেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যাঁহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিতেছি।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যে দিক দিয়া মদীনায় প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা পুর্বদিক ছিল না। কিন্তু চতুর্দশীর চাঁদ তো পূর্ব দিক হইতে উদিত হয়। মদীনাবাসীগণের নিকট প্রকৃত চাঁদ তো আত্মিক চাঁদ ছিল। তাঁহারা এতদিন যাবৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। এখন তাঁহাদের জন্য চাঁদ উদিত হইয়াছে এবং চাঁদ সেই দিক হইতে উদিত হইয়াছে যে দিক দিয়া চাঁদ উদিত হয় না। মহানবী (সাঃ) যে দিন মদিনায় প্রবেশ করিয়াছিলেন সেদিন সোমবার ছিল। আবার যখন তিনি সওর গিরি গুহা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন সেদিনও সোমবারই ছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেদিন তিনি মক্কা জয় করিয়াছিলেন সেদিনও সোমবারই ছিল।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যখন মদিনায় প্রবেশ করেন তখন প্রত্যেক মদিনাবাসী এই কামনা করিতে ছিলেন যে, মহানবী (সাঃ) যেন তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করেন। যে পথ দিয়া তাঁহার উট যাইতেছিল, সে গলির মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন পরিবার তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে অভ্যর্থনা করেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ্‌র

রসুল, আমাদের ঘর-বাড়ী, বিষয়-বস্তু ও আমাদের জীবনের সবকিছুই আপনার খেদমতের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং আমরা আপনার হেফাজতের জন্য উপযুক্ত। আপনি আমাদের গৃহেই অবস্থান করুন।" কেহ কেহ আগ্রাহিতিশয্যে আরও অগ্রসর হইতেন এবং তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া ফেলিতেন এবং তাঁহার গৃহে বসবাসের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তিনি এই কথাই বলিতেন, "আমার উটকে ছাড়িয়া দিন। ইহা আজ আল্লাহ্তায়ালার আদেশের অধীন। খোদাতায়ালা যেখানে ইচ্ছা করেন উটটি সেই স্থানেই থামিবে।" উটটি শেষ পর্যন্ত বনু-নায্র গোত্রের এক এতিমের ভূখণ্ডের পার্শ্বে থামিল। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিলেন, "মনে হয়, আল্লাহ্তায়ালা চাহেন যে আমি এখানেই অবস্থান করি" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জমির মালিক কে?" ইহা কয়েকজন এতিমের ছিল। এতিমের অভিভাবক আগাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহ্র রসুল, এই জমি অমুক এতিমের এবং ইহা আপনার খেদমতের জন্য পেশ করিতেছে।" মহানবী (সাঃ) বলিলেন, "আমি কাহারও সম্পত্তি বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে পারি না।" ফলে ঐ জমির দাম নির্ধারণ করা হইল এবং তিনি ঐ স্থানে মসজিদ ও নিজের বাসগৃহ নির্মাণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ—**অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া আগামী ২৭শে মে রোজ শুক্রবার হইতে ১০ই জুন রোজ শুক্রবার পর্যন্ত ১৪ দিনের জন্য খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক তরবিয়তি ক্লাশ ঢাকায় অনুষ্ঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সকল বিভাগীয় কায়েদ, জেলা কায়েদ, স্থানীয় কায়েদ সাহেবগণকে এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এই ক্লাশে যাহারা এস, এস, সি, ও এইচ, এস, সি, পরীক্ষা দিয়াছেন তাহারা বিনা ব্যতিক্রমে এবং অন্যান্য খোদ্দাম ও আতফাল যাহারা সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তাহারা অংশ গ্রহণ করিবে।

খাকছার

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

ন্যাশনাল মোতামাদ বাঃ মঃ খোঃ আঃ

শুভ বিবাহ

বিগত ১৫ই এপ্রিল বাদ জুমা ঢাকা দারুত-তবলিগ মসজিদে তারুয়া, জিলা—কুমিল্লা নিবাসী জনাব খালেদ-বিন-কাসেম, (পিতা—ডাঃ এম, এ, কাশেম সাহেব)-এর বিবাহ শাহ্জাহানপুর ঢাকা নিবাসী মোসাম্মাত তাহ্মিনা ইয়াসমিন (পিতা—জনাব কাসেম আলী খান সাহেব)-এর সহিত ২৫০০১/-টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৫ই ইখা ১৩৬১/১৫ই অক্টোবর ১৯৮২ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

জগতে আলোর পর আঁধারের সৃষ্টি হওয়া প্রাকৃতিক বিধানের একটি অবিচ্ছিদ্য অংশ।

মুমেনদের উপর ইহা ফরজ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তারা যেন আঁধারের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে দোওয়ারত থাকে।

সুরা আল-ফালাকে কেয়ামতকাল ব্যাপী প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার দোওয়া শিখানো হয়েছে।

সাফল্যসমূহের উপর উচ্চ গলায় দাবী করা এবং দাবীর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোওয়া না করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

আমাদের বিজয়ের ধারাবাহিক শৃঙ্খল কোন দিন বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না 'লে-ইউযহেরাহু আলাদ্দীনে কুল্লেহি' সংক্রান্ত (কুরআনী) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহার পর হুজুর (আইঃ) সুরা আল-ফালাক তেলাওয়াত করেন :—

قل اعوذ برب الفلق ۔ من شر ما خلق ۔ ومن شر غاسق اذا وقب ۔ ومن شر النفثات فی العقد ۔ ومن شر حاسد اذا حسد ۔

তারপর বলেন :

কুরআন করীমের ইহা এক অতি সাবলীল ও সুমধুর পদ্ধতি যে, দোওয়ার রঙে মানুষকে ইহা তরবিয়ত ও শিক্ষাদান করে। দোওয়ার দ্বারা যে ফায়দা মানবের হয়ে থাকে, তা তো যথাস্থ, তাছাড়া ঐ সকল দোওয়াতে মানুষের তরবিয়তের সহিত সম্পৃক্ত বড়ই গভীর বিষয়াবলীও সন্নিবিষ্ট থাকে, যা মানুষের মন, মেধা, মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি ও আবেগানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্য দান করে এবং অনেক সময় মানুষ বিভিন্ন সময় ও সুযোগে এবং বিভিন্ন আবেগ-উত্তেজনায় যে ভুল-ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ে, সে সব ভুল-ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করে এবং পদস্খলন থেকে বাঁচায়।

সুরা ফালাকের এ সকল আয়াত, যা আমি তেলাওয়াত করলাম—এগুলিতেও অনুরূপ একটি অত্যন্ত প্রিয় দোওয়া শিখানো হয়েছে এবং মানুষকে এমন এক মজমুন সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে—মানুষ যদি সে সম্বন্ধে জ্ঞাত ও সজাগ থাকে, তা'হলে সে উন্নতি, ফজল ও রহমত লাভের সময়ে উদাসীন ও নির্ভয় হতে পারে না। তেমনি দুনিয়ার দৃষ্টিতে যে সব ভয়-ভীতির মুহূর্ত সে-সব মুহূর্তে সে নিরাশ হতে পারে না। অন্য কথায়, ইহাতে সর্বাবস্থায় মানুষকে সুষমা ও ভারসাম্য বজায় রাখার সবক শিখানো হয়েছে।

"কুল আ-উযু বে-রাব্বেল ফালাকে, মিন শাররে মা-খালাকা।"

'ফালাক' বলা হয় বীজ অঙ্কুরিত হওয়া এবং আঁটি বা বড়া বিদীর্ণ হয়ে নতুন অঙ্কুর উদ্‌গত হওয়াকে। তেমনি রাত্রি ভেদ করে প্রভাতোদয়কেও 'ফালাক' বলা হয়। তেমনি ধারায় এর বিপরীত অর্থগুলিও 'ফালাক'-এর সহিত বিজড়িত। সুতরাং কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

ان الله فالق الحب والنوای یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی - ذلکم الله فانی تؤفکون (الا نعام : ۹۶)

লক্ষ্য কর! আল্লাহ্‌তায়ালা হলেন "ইন্নাল্লাহা ফালেকুল হাব্বে ওয়ান-নাওয়া" বীজ এবং আঁটি বা বড়াগুলিকে ভেদ করে নতুন জীবন সৃষ্টিকারী খোদা। "ইউখ্‌রেজুল হাইয়া মিনাল মাইয়েতে"—তেমনি তিনি মৃত থেকে জীবন সূচিত করেন। কিন্তু এ বিষয়বস্তুই যে আবার বিপরীত ধারায়ও প্রকাশিত হয়—সে-সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ ও অচেতন থাকা উচিত নয়। "ওয়া মুখরেজুল মাইয়েতে মিনাল হাইয়ে"—অর্থাৎ জীবন থেকে মৃত্যুও বের হয়ে আসে। জীবনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

যেহেতু 'ফালাক'-এর উভয় দিক সামনে বিদ্যমান, সেজন্য যখন মানুষের জন্য উন্নতির নবতর পথসমূহ উন্মুক্ত হয়, মানবীয় প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার সুফলসমূহ আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে প্রদান করা হয় এবং তার প্রচেষ্টাসমূহ ফুটে অঙ্কুরে রূপান্তরিত হতে থাকে তখন—আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, তাতে ফখর করার কোন অবকাশ নাই, নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত হওয়ার কোন ব্যাপার নাই, উৎসব উদযাপনের কোন প্রয়োজন নাই, যা কি-না অন্তঃসারশূন্য এবং দুনিয়ার উৎসবসমূহ হয়ে থাকে। কেননা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিটি জীবনের সহিত একাপ্রকার মৃত্যুও সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক আলোর সহিত কিছু আঁধারও জড়িত থাকে।

এমতাবস্থায় নিজেদের রব্বের সমীপে ঝোঁকা উচিত, যিনি হলেন খালেক (বা স্রষ্টা)। তিনিই সৃষ্টি করেছেন নিষ্ট ও অনিষ্টের এই বিধান। আর তাঁর নিকট আমাদের নিবেদন করা উচিত যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে এমনভাবে প্রবেশ করাও, যেন ইহার অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখো এবং প্রতিটি কল্যাণ ও বরকত আমাদের আঁচলে ঢেলে দাও।

এই হলো সেই মযমুন ব বিষয়বস্তু, যা বিস্মৃত হওয়ার ফলশ্রুতিতে বিজয়কালে (মানুষের

মধ্যে) ফখর জন্মায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নে'মত লাভের সময় মানুষ তার পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন ও বেপরোয়া হয়ে পড়ে। জীবনের একটি দিক লাভ করে সে উহার অপর দিক থেকে চোখ মুদে নেয়; নে'মত স্বরূপ যখন সে সামান্য কিছু লাভ করে তখন সে নিজে মালিক বনে বসে এবং খোদাতায়ালার প্রতি গাফিল হয়ে পড়ে। পরিনামে সে ঐ অনিষ্ট থেকে বেপরোয়া হয়ে যায়, যা কিনা সংযুক্ত থাকে প্রতিটি নে'মতের সহিত। যদি নে'মতের সঠিক প্রয়োগ ও সদব্যবহার হতো, তা'হলে মানুষ অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে বেঁচে যেতো। যখন নে'মতের অপপ্রয়োগ হয়, তখন অনিষ্ট অনিবার্যরূপে পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। সুতরাং এ বিষয়টিই আল্লাহ্‌তায়ালা বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

وا ذ انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه و اذا مسه الشر كان يئوسا ٥

(سوره بنى اسرائيل : ٧٤)

অর্থাৎ, এমনও সংকোচিতমনা লোক থাকে যারা জীবনের উভয় দিক সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হয় না। তারা খোদাতায়ালার এ নিখিল বিশ্ব ও সৃষ্টির রহস্যাবলী সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকে। যখন আমরা তাদেরকে নে'মত দান করি, "আ'রাযা ওয়া নায়া বে-জানেবেহি"—ইহার একটা দিক তো হলো এই যে, তখন সে নে'মত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এ বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে আমি একটা খোৎবায় আলোকপাত করে এসেছি। এর আর একটি দিক হলো এই যে আমরা তাকে নে'মত দান করি, আর সে (মানুষটি) "আরাযা ওয়া নায়া বে-জানেবেহি"—আত্মতৃপ্তি ও নিজ সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং দ্বীন এবং শোকরগোজারীর হক আদায় করা থেকে পাশ কাটায় এবং "নায়া বে-জানেবেহি" —সে প্রত্যেকটি জিনিস নিজের দিকেই গুটিয়ে নিতে চেষ্টিত হয়। অর্থাৎ পাশ কাটানো এইভাবে হয়ে থাকে যে একমাত্র যেন সেই ছিল, এবং সবকিছু তারই, আর অন্য কারো কোন দখল নাই। অর্থাৎ সে খোদাতায়ালার রহমত থেকে সম্পূর্ণ গাফিল এবং তাঁর শোকরগোজারী থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। সে জানে না যে, এরপর অনিষ্টও এসে থাকে। এধরনের অবস্থা মানুষের উপর সর্বদা অনিষ্টই বয়ে আনে। ফলতঃ "ওয়া হুয়া মাস্‌সাহুশ শাররো কানা ইয়াউসা"—তখনও তার অদ্ভুত অবস্থাই হয়ে থাকে। যখন তার অনিষ্ট ঘটে, তখন এরূপ ব্যক্তির মধ্যে (পরিস্থিতি) মোকাবেলা করার শক্তি থাকে না। সে শুধু একটি অবস্থার অধীনস্থ বা কাবু হওয়াই জানে। ইহা একটি মনস্তাত্বিক দর্শন, যা কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ যারা জীবনের উভয় দিকে যুগপৎ দৃষ্টি রাখে না, তারা একটি মাত্র দিকেরই অধীনতা বরণ করে। যেমন, তারা খুশীতে ঢলে পড়ে তেমনি বিষাদ ও অনিষ্টেও ভেঙ্গে পড়ে। যখন অনিষ্ট উপস্থিত হয়, তখন জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়ে। আলোর কোন কিরণ তার দেখতে পায় না। এসব জিনস বা বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে, এ উদ্দেশ্যেই এই দোওয়া শিখানো হয়েছে :

"কুল আউযু বে-রাব্বেল ফালাকে, মিন শাররেমা খ লাকা"—হে খোদা! তুমি যে নতুন নতুন আশার উদয় ঘটাও এবং আমাদের জন্য উন্নতির নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত কর, তুমি হলে আমাদের চেষ্টা-সাধনার বীজকে নতুন নতুন অঙ্কুর ও পল্লবিত চারাগাছে রূপান্তরকারী খোদা। তুমি আমাদেরকে জীবনের এ কার্যক্রমের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রেখো। কেননা

প্রতিটি সৃষ্টির সহিত কিছু না কিছু অনিষ্টও জড়িত থাকে। এবং আমাদেরকে মৃত্যু সম্বন্ধে গাফিল ও উদাসীন হতে দিওনা। কেননা কোন জীবিত (বস্তু) যখন মৃত্যুর শংকা ও বিপদাবলী সম্বন্ধে গাফিল হয়ে যায়, তখন উহা চিরকালই পতনমুখ হয়।

"ওয়া মিন শাররে গাসেকিন ইযা ওয়াকাবা"—এবং রাত্রির অনিষ্ট ও বিশদাবলী থেকেও রক্ষা করো, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে।

'গাসিকিল-লাইল'-এর অর্থ হলো রাত যখন অন্ধকার হয়ে যায়, যখন উহা আঁধারে সিক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং কুরআন করীম এই মজমুন অন্যত্র স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

اقم الصلوٰة لدلوك الشمس الى غسق الليل - (بنى اسرائيل : ٨٩)

—যখন রাত গভীর হয়, তখনও নামাজ পড়বে। কেননা তখনকার বিপদাবলী থেকে বাঁচার জন্য দোওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। একই মযমুন এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

"ওয়া মিন শাররে গাসিকিন ইযা ওয়াকাবা"। তখন ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে পড় এবং দোওয়া কর, হে আল্লাহ্! রাত্রির অনিষ্ট ও বিপদাবলী থেকেও আমাদেরকে নিরাপদ রাখো। তুমি একটি আশার প্রভাতের তো উদয় ঘটিয়েছ কিন্তু আমরা জানি যে প্রতিটি প্রভাতের সহিত একটি রাত্রিও বিজড়িত রয়েছে। তুমি প্রভাতের ফজল ও কল্যাণ তো এনে দিয়েছো কিন্তু রাত্রির অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকেও আমাদের হেফাজত করো।

'ফালেকুল ইস্‌বাহে' সম্পর্কিত এ সেই মযমুন, যা কুরআন করীম নিজেই বর্ণনা করেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

فالق الاصباح - وجعل الليل سكنا و الشمس و القمر حسبا نا (الانعا : ٩٨)

'ফালেকুল ইস্‌বাহ' তো হলো এই, কিন্তু 'ফালাক'-এর পর একটা রাতও আসে। খোদার মুমেন বান্দাগণ, যারা তাঁর দিকে প্রণত হয় এবং তাঁর ইয়াদ ও স্মরণে আত্মবিভোর হয়ে থাকে—তাদের জন্য সেই রাত স্বস্তি ও প্রশান্তি বয়ে আসে, এবং উদ্বেগ ও নিরুদ্বেগ উভয়ের শিকার হতে দেয় না। কিন্তু যে সকল লোক এ নেযাম বা বিধান সম্বন্ধে গাফিল এবং আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে থাকে তাদের জন্য সে রাত অনিষ্ট বয়েও উপস্থিত হয়। সুতরাং দোওয়া শিখিয়েছেন—"ওয়া মিন শাররে গাসেকিন ইযা ওয়াকাবা—যখন অন্ধকাররাশি ছেয়ে পড়ে, তখন সেগুলির অনিষ্ট থেকে আমাদের নিরাপদ রেখো।

অন্ধকাররাশির অনিষ্ট কি—সে সম্বন্ধেও এ আয়াত সমূহে উল্লেখ আছে, এবং আঁধার কি কি প্রকারের এসে থাকে—সেগুলোরও এ আয়াত সমূহে উল্লেখ রয়েছে। এক তো হলো সেই আঁধার, যা আলোর ফলশ্রুতিতে এক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্টি হয়। আর এক আঁধার হলো, যা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী দিবারাত্রির আনাগোনার ফলে সৃষ্টি হয়, যা না-কি 'তিলকাল আইয়ামু নুদাভেলুহা বাইনান-নাস" (আলে ইমরান : ১৪১ আয়াত)-এর মযমুন বয়ে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে উন্নতি ও নে'মত সমূহ তো দান করা হয় কিন্তু যে সকল জাতি সে সব নে'মতও উন্নতির শোকর আদায় করে না—তাদের সেই দিনগুলি তাদের জন্য রাত্রিতে রূপান্তরিত হয়। জাতিবর্গের ইতিহাসের সার-কথা এ-ই যে, কখনও তারা উন্নতি ও অগ্রগতি

লাভ করছে, আবার কখনও অধঃপতিত পতনমুখ ও হয়। কিন্তু দুনিয়াতে আলোর পর অন্ধকারাচ্ছন্নতা—এই এক রীতি প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে আমরা বিদ্যমান পাই। কিন্তু কুরআন করীম বলে যে, ধর্মীয় জাতিবর্গকে যে সব আলো আমরা দান করে থাকি, সে আলোর পর অন্ধকারের আগমন অনিবার্য নয়। ঐ আলোর যুগটিকে দীর্ঘ ও প্রসারিত করে নেওয়া অনেকটা তোমাদের নিজেদেরই এখতিয়ারভুক্ত। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :—

ان الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم — واذا اراد
الله بقوم سوءا فلا مرد له (الرعد : ١٦)

অর্থাৎ—খোদাতায়ালা একটি তকদীর বেঁধে দিয়েছেন। তা হলো মুব্‌রম'—অবিচল তকদীর, যা টলতে পারে না। "লা ইউগাইরো মা বে-কওমিন"—যে সকল নে'মত কোন জাতিকে তিনি দান করেন, সেগুলোকে তিনি আর পরিবর্তিত করেন না, "হাত্তা ইউগাইরু মা বি-আন্‌ফুসিহিম' —যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা পরিবর্তিত হতে শুরু করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেরাই তারা অধঃপতন, ধ্বংস ও বিনাশকে আহ্বান জানাতে আরম্ভ করে। তখন খোদাকায়ালার আর এক বিধান বা তকদীর প্রকাশিত হয়ে তাদের আমল বা কর্মের ফল তাদের সম্মুখে পেশ করে দেয়। আল্লাহ্ বলেন : "ওয়া ইযা আরাদাল্ লাহু"—তারপর যখন আল্লাহ্‌তায়ালা ফয়সালা করে দেন যে এই জাতিকে অনিষ্টে লিপ্ত ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করা হবে, "লা মারাদ্দা লাহু'—তখন সে ফয়সালাকে কেউ টলাতে পারে না।

যে সব অনিষ্ট খোদাতায়ালার দেওয়া আলোর পর এসে ছেয়ে পড়ে সে সবও অন্ধকার স্বরূপই হয়ে থাকে, কিন্তু এ ধরণের আঁধারের আগমনে বান্দাদের দখল ও হাতছানি থাকে। এ এমন কোন বিধান নয়, যা টলানো যায় না। এর বিপরীতে কিছু এমন ধরনের অন্ধকার আছে যা আলোকমালার ফলশ্রুতিতে আপনাপনি সৃষ্টি হয়ে যায়। সে সব অন্ধকারের কথাও কুরআন করীমে বরং এই আয়াতে উল্লিখিত আছে। সে সব অন্ধকার হলো উন্নতির ফলশ্রুতিতে হিংসা-বিদ্বেষের উৎপাদন, এবং সে সব অন্ধকার মুমেনের খুশীর উপলক্ষের সাথে সাথে অনিবার্যরূপে চলতে থাকে। সেগুলি খোদাতায়ালার তরফ হতে আরোপিত অন্ধকার নয়। বরং সেগুলি হলো খোদার দুশমনদের পক্ষ থেকে আরোপকৃত অন্ধকার। সুতরাং তিনি বলেছেন : "ওয়া মিন শাররিন নাফ্‌ফাসাতে ফিল-উকাদ'—অর্থাৎ সে সকল অন্ধকার বলতে বুঝায় এই যে, তোমরা যখন খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া করে অগ্রসরমান হবে এবং তাঁর বিবর্তন-পরিবর্তনমূলক বিধান অনুযায়ী প্রতিটি খায়ের ও কল্যাণ থেকে কোন বরকত লাভ করতে আরম্ভ করবে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিটি অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে, তখন উহার ফলশ্রুতিতে দুশমনের উপর কিছু অন্ধকার ছেয়ে পড়বে এবং সে সব অন্ধকারের ফলশ্রুতিতে তারা তোমাদের উপর অন্ধকাররাশি বিস্তারিত করতে চেষ্টিত হবে। "ওয়া মিন শাররিন নাফ্‌ফাসাতে ফিল উকাদ" —তোমাদের যে সকল সম্পর্ক কায়েম হবে, যে সব সম্বন্ধে বন্ধন ও যোগসূত্র সূচিত হবে, জগতে তোমরা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, নতুন নতুন জাতির সহিত তোমাদের যোগাযোগের উদ্ভব ঘটবে—এসকল উপলক্ষ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের অবহিত করেন যে, কিছু এমন

লোকেরও সৃষ্টি হবে যারা ঐ সকল সম্পর্ক-বন্ধন বিছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সেগুলোতে বিষোদ্‌গারের জন্য ফুৎকার দিবে। "নাফ্‌ফাসাত" বলে ফুৎকারকারিনীদেরকে। অর্থাৎ যাদু-ঝাড়-ফুক-কারিনী-দেরকে ও 'নাফ্‌ফাসাত' বলা হয়। কিন্তু 'নাফাসা'-এর মযমুন সর্পের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত। সুতরাং সেই মযমুন থেকে পরে আবার যাদু-টোনার বিষয় ধার স্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। 'আফ্‌য়া' অর্থাৎ সাপ যখন বিষ সঞ্চালন ও শক্তি সঞ্চয়ে ফোঁসফাঁস করে ফণা ধরে, তখন উহাকে আরবীতে 'নাফাসা' বলা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, একদিকে তো আল্লাহ্‌তায়ালার রহ্‌মত ও নে'মত সমূহ রয়েছে, যা তোমাদের জন্য জীবন-সম্ভার আয়োজনে সক্রিয় থাকবে। আর অন্যদিকে মৃত্যু উদ্‌গীরণে প্রচেষ্টাকারীদেরও উদ্ভব ঘটবে, যারা সম্বন্ধ ও সম্পর্কের বন্ধন ও গ্রন্থগুলিতে মৃত্যু পাঠ করে করে ফুঁ দিবে অথবা মৃত্যুর বিষ সঞ্চালনে চেষ্টারত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সাবধান করে দিচ্ছেন যে এ সব শঙ্কা ও বিপদাবলী (সহযাত হিসাবে) সংযুক্ত থাকবে। আর এগুলি হলো ঐ ধরণের বিপদ, যা তোমাদের তকদীরে বাঁধা রয়েছে। এগুলোকে কেউ টলাতে পারে না। অবশ্য তোমরা যদি দোওয়া করতে থাক, তা'হলে এসব বিপদপাতকালে তোমরা উহাদের অনিষ্টকারীতা থেকে নিরাপদ থাকবে। অর্থাৎ এ হলো এমনই রাত, যা টলতে পারে না; ইহার আগমন অবশ্যম্ভাবী। অন্ধকাররাশির এ জাতীয় উৎপাদন—অর্থাৎ সাপ, বিচ্ছু বেরিয়ে আসা এবং দংশনে উদ্যত হওয়া এবং চোর, ডাকাত ও তস্করদের আমদানী হওয়া—এ সব তো এমনই এক খোদায়ী কুদরত বা ঐশী বিধান, যা কেউ বদলাতে পারে না। আল্লাহ্‌ বলেছেন, অবশ্য একটি বিষয় আছে যা তোমাদের এখ্‌তিয়ার ও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। এ সব সর্প তোমাদের গ্রন্থিগুলিতে বিষ উদগীরণ করতে থাকবে, আর আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের অনিষ্ট থেকে ক্রমাগত তোমাদের নিরাপদ রাখবেন। এ হলো সেই তকদীর, যা লাভ করার জন্য তোমরা সদা দোয়া করতে থাক-।

তারপর আল্লাহ্‌ বলেন, "ওয়া মিন শাররে হাসেদিন ইযা হাসাদ"—যদি কেউ উল্লেখিত সকল সতর্কতা অবলম্বনে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমতের পথে ক্রমঅগ্রসরমান হয়ে চলতে থাকে, তা'হলে খোদাতায়ালা তাঁর ফজল ও রহমত এত বর্ধিত ও প্রসারিত করবেন এবং অনিষ্ট থেকে সদা এমনভাবে নিরাপদ রাখবেন যে, ক্রমাগত তার প্রতিটি কদম শুভ এবং খায়ের ও বরকতের কদম হবে; পদস্খলন, ও পশ্চাদপদতার কদম হবে না। যখন তোমরা এই মোকামে উপনীত হবে, তখন আর এক প্রকারের আঁধারও তোমাদের পথে অপেক্ষমান থাকবে, এবং তা'হলো হিংসুকের হিংসা ও বিদ্বেষ।

"নাফ্‌ফাসাতে ফিল উকাদ"-এর পরে হিংসুকের হিংসার মযমুন রাখা হয়েছে—ইহা কেন? বাহ্যতঃ মানুষ মনে করে হিংসুকের হিংসার ফলশ্রুতিতেই তো ঐ সকল ফুৎকার দেওয়া হবে! কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে আর একটি মযমুন বর্ণনা করা হচ্ছে। উদ্দীষ্ট বিষয় এই যে, শত্রুদের উপর দু'টি যুগ বা সময় আসে। এক, ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার ঐ যুগ, যখন তারা খোদাতায়ালার কাফিলাসমূহের সম্পর্ক-বন্ধন সমূহে বিষ উদ্‌গারের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু তাদেরকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেওয়া হয়। যখন সেই কাফিলা শত্রুদের ঐ সব প্রচেষ্টা সত্বেও এগিয়ে যেতে থাকে এবং উন্নতির নতুন নতুন গন্তব্যসমূহ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে, তখন 'হাসেদ' তথা হিংসুকদের হিংসার দৃষ্টি পতিত হয়। কিন্তু তারা কিছুতেই উঠতে পারে না। একটা বে-এখতিয়ার, উপায়হীন ও অসহায় অবস্থা, ক্রোধ ও উত্তেজনা ভরা আবহাওয়া

বিরাজ করে। কিন্তু সাধ্য-ক্ষমতা মোটেই থাকে না। কিন্তু এইরূপ হিংসা-বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে অনেক সময় ক্ষয়-ক্ষতিও সাধিত হয়ে যায়। হিংসার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এযে কি সূক্ষ্ম দর্শন !! আপাততঃ ইহার বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার সময় নাই। কিন্তু হিংসার কারণে মানুষ (শত্রু) সুযোগের অপেক্ষায় লেগে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের সেই ক্রোধ ও উত্তেজনা গভীর বিদ্বেষে পরিবর্তিত হয়, যা তার স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে মিশে যায় এবং আপনাদের সম্পর্ক-বন্ধনগুলিতে বিষ উদগীরণ করার পরিবর্তে সে নিজের মধ্যে বিষ সঞ্চয় ও তীব্র উত্তেজনায় ফণা পাকাতে থাকে। অর্থাৎ ইহা হলো এক আভ্যন্তরীণ বিষয়গত, মযমুন। যেমন, সাপ যখন দংশনের সুযোগ পায় না এবং উহা উত্তেজিতাবস্থায় নির্যত ছোবল মারার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় বসা থাকে—এ সম্বন্ধে জ্ঞানীরা বলেন যে, তখন উহার বিষ-থোলের পক্ষে যত বেশী অপেক্ষায় দেরী হয়, তত বেশী উহাতে বিষ ভরতে থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, যদি তোমরা দোওয়া করতে থাক, তা'হলে আমি তোমাদেরকে নিরাপদে রাখবো। তোমোদের মোটেই পরওয়া করা উচিত নয়। খোদাতায়ালার অবধারিত ফজলকে অন্য কেউ বদলাতে পারে না। শুধু তোমরা পার (অর্থাৎ নিজেদের বদ-আমলির দ্বারা)। তোমরা যদি বদলে না যাও, তা'হলে আমিও বদলাবো না। যদি তোমরা আমার ফজল ও রহমতের ওয়ারিশ হয়ে উপযুক্ত হকদার হিসাবে বিরাজ কর, তা'হলে আমি আমার ফজল ও কৃপার দান বাড়াতে থাকবো। এবং শত্রুর বিষক্রিয়া থেকে তোমাদেরকে নিরাপদ রাখবো। তথাপি কিছু কিছু 'আফ্‌য়া' তথা বিষধর সর্প এরূপও অবশিষ্ট থেকে যাবে, যাদের পক্ষে কোন কিছু করা সাধ্যে কুলাবে না। তারা তোমাদেরকে ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে তাকিয়ে দেখবে, আর নিজেদের মধ্যে বিষ সঞ্চারিত ও উত্তেজিত করতে থাকবে, নিজেদের (হিংসার) গরল বাড়াতে থাকবে।

এ হলো হিংসার মযমুন, যার সমগ্র বিষয়ের তানা এখানে এসে শেষ হয়েছে। বস্তুতঃ ইহা হলো এক চিরস্থায়ী ধরনের হিংসা ও বিদ্বেষ, যার উদ্ভব ঘটতেই থাকবে এবং আমাদের প্রতিটি উন্নতি ও অগ্রগতির পরিণতি ও পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিদ্বেষ শুধু বেড়েই চলবে—যদিও তারা কোন কিছু কার্যকরী করতে সফল হতে পারুক বা না পারুক। এ ধরনের হিংসুক ও বিদ্বেষীরা সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে। যখন কোন জামাত বা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কখনও গাফিলতি দেখা দেয়া তখনই তারা সর্বাত্মক প্রচণ্ড শক্তিতে ছোবল মারার প্রয়াস পায়। কিন্তু তোমরা একবার রক্ষা পেয়ে চিরতরে কখনও গাফিল হয়ে যেও না! মনে করো না যে, সামনে মৃত্যু কোন দিক থেকেই তোমাদের আর অপেক্ষা করছে না। উহা তো তোমাদের প্রতি সদা থাপ পেতে বসে থাকবে এবং সুযোগের অপেক্ষায় উহার মধ্যে বিষ বেড়ে ঘণীভূত হতে থাকবে। সেজন্য কিয়ামতকাল অবধি তোমাদের নিরাপদ রাখার দোওয়া শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কত মহান এ কালাম! বিষয়-বস্তুর কোন দিকই বাদ দেওয়া হয় নাই। উন্নতি ও অগ্রগতির পথে চলমান জাতি যে সব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে পারে—এমন সব কিছুর কোন একটি দিকও কুরআন শরীফ এখানে বর্ণনা করতে ছাড়ে নাই।

(অবশিষ্টাংশ আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

(আল-ফজল ৩রা নভেম্বর ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী

সংবাদ ঃ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের ৫৯তম সালানা জলসা অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৯ তম বার্ষিক জলসা বিগত ৮ ও ৯ই এপ্রিল ১৯৮৩ ইং আহমদীপাড়ায় মসজিদ মোবারকের সম্মুখস্থ খোলা প্রাঙ্গণে আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদু লিল্লাহ্‌।

এ মহতি জলসায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম নায়েব আমির জনাব ডঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, ঢাকা জামাতের আমির জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, চট্টগ্রাম জামাতের আমির জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব ও উক্ত জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নূরুদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ আঃ আঃ-এর সেক্রেটরী মাল জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নায়েব নাযেম-আলা জনাব শহিদুর রহমান সাহেব ও উক্ত মজলিসের মোতামাদ জনাব মাজহারুল হক সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহামদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ্‌ সাহেব ও উক্ত মজলিশের মোতামাদ জনাব মোঃ আব্দুল জলিল সাহেব, ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আল-হাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, সদর মুরুব্বী মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব ও সদর মুরব্বী মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক শত আহমদী মুসলিম ভ্রাতা যোগদান করেন।

৮ই এপ্রিল বাদ জুময়া বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম নায়েব আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার সহিত সভার কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত খাতামান নাবিয়ীন মোহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র জীবনাদার্শ, কোরআন করীমের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য, তরবিয়তে আওলাদ এবং বিভিন্ন ধর্মে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ বিষয়ে যথাক্রমে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, জনাব শহিদুর রহমান সাহেব এবং আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। সন্ধ্যার পূর্বেই জলসার এই প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

৯ই এপ্রিল সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় দ্বিতীয় অধিবেশন চট্টগ্রাম জামাতের আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, ইজতেমায়ী দোওয়া ও নযম পাঠের পর ইসলাম ও বিশ্ব-শান্তি, ইকামতে-সালাত, সীরাত হযরত নবী আকরাম (সঃ), ইসলামে খেলাফত ও উহার সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা, আর্থিক কুরবানী এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর তাহরীকাত বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মৌঃ মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, জনাব মুসলেহউদ্দীন খাদেম সাহেব, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব, জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব এবং জনাব

শহিদুর রহমান সাহেব। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব স্পেনে জামাত আহমদীয়া কর্তৃক ইসলাম প্রচার ও মসজিদ স্থাপন বিষয়ে মূল্যবান ভাষন দেন এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করেন।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া এবং জোহর ও আসর জময়া করে বাজামাত আদায়ের পর ২-৩০ ঘটিকায় জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত করেন জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর হযরত নবী করীম (সঃ) এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গভীর প্রেম ও ভালবাসা, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনালেক্ষ্য, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ইসলাম ও বিজ্ঞান বিষয়ে হৃদয়-গ্রাহী ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব নাথির আহমদ ভুইয়া এবং মোঃ মোস্তফা আলী সাহেবান।

সব শেষে মোহতরম আমীর সাহেব ঢাকা আঃ আঃ সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তারপর এক পরম পবিত্র শান্তিময় ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সুকোমল পরিবেশে বিগলিত চিত্তে ইজতেমায়ী দোওয়া করে এই মহতি জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, এবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সালানা জলসার একটি বৈশিষ্টপূর্ণ বরকতময় দিক ছিল এই যে ইহাতে প্রথম দিনের অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় দিনে প্রথম অধিবেশনের আরম্ভকালে আল্লাহতায়ালার কায়েমকৃত সেলসেলার সহিত তাঁর চিরাচরিত সুন্নত অনুযায়ী চোখে যাদের আবরণ এবং অন্তর যাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন এরূপ এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম-উলেমা ও তাদের উস্কানিতে বেশ কিছু সংখ্যক তালেবে-এল্‌ম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের শান্তি, শৃঙ্খলা ও শালীনতা, তকওয়া ও তাহারত সম্বন্ধীয় সকল শিক্ষা ও অনুশাসনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আল্লাহ্ ও রাছুলের গুণগানে মত্ত শান্তিপ্রিয় আহ্‌মদীদের এই দীনী ও রুহানী জলসাকে তাদের বিষাক্ত ছোবলে পণ্ড করার প্রয়াস পেলে উপস্থিত আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পরম ধৈর্য, বিনয়, শৃঙ্খলা, দোওয়া ও যিকরে ইলাহীতে অত্মনিয়োজিত হয়ে উক্ত বিভ্রান্ত ভাইদের সকল আঘাত সহাস্যবদনে সহ্য করার এবং আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতার এক পরম আনন্দময় ও কল্যাণকর আদর্শ স্থাপনের তৌফিক লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এর বিনিময়ে তারা আল্লাহতায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর অপরিসীম রহমত ও কুদরতের নিদর্শন সমূহও প্রত্যক্ষ করেছেন। আল হামদুলিল্লাহে আলা যালেক।

সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার, যাঁর দরবারে আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে তিনি সকল আঁধার দূর করে আলোর পথ শীঘ্র উন্মোচিত করুন এবং সকলকে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে পরিচালিত হওয়ার তওফিক দিন, আমীন।

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

বিশেষ জ্ঞাতব্য

'একটি প্রশ্ন ও উহার উত্তর'—এ বিষয়ে পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'-এর আগামী সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৪ তম মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়ায় বিগত ১ লা, ২রা ও ৩রা এপ্রিল ১৯৮৩ইং, ৬৪তম এবং ৪র্থ খেলাফতকালের ১ম মজলিসে মোশাওয়ারত (শুরা) হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর সভাপতিত্বে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

হুজুর (আইঃ) জামাতের সকলকে খুব বেশী বেশী আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় আত্ম নিয়োজিত থাকতে এবং তদনুযায়ী নিজেদের চিন্তা ও কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনি হুজুর তাঁর দু'টি রো'ইয়ার আলোকে জামাতকে এই সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আল্লাহ্‌-তায়ালার অসাধারণ সাহায্য ও সমর্থন এবং হেফাজত অতি শীঘ্র আমাদের শামিল-হাল হবে।" (আল-ফজল ৩রা ও ৫ই এপ্রিল ১৯৮৩ইং)

শুরায় প্রদত্ত হুজুর (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণসহ বিস্তৃত বিবরণ 'আহমদী'-এর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

সংকলন : মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

ধানীখোলায় পাকা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

বিগত ১-৪-৮৩ ইং তারিখ বিকাল ২-২০ মিনিটে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে সদর মোরব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব জুমার নামাজ আদায়ের পর পরই ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে ধানীখোলা জামাতের নূতন পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ধানীখোলা জামাতের সকল আহমদী উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা ও ময়মনসিংহ থেকেও কয়েকজন আহমদী এ বাবরকত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আল্লাহর কাছে কাতর প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই মসজিদ নির্মাণকে ত্বরান্বিত করার তৌফিক দান করেন ইহাকে বরকতপূর্ণও কল্যাণময় করেন এবং আমাদের সকলের উপর ফজল ও রহমত নাজেল করেন। আর এই মসজিদ স্থাপন ও নির্মানে যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি আর্থিক কুরবানী পেশ করার তৌফিক লাভ করেছেন তাদের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। আমীন। ওয়াস সালাম

খাকসার

মোঃ নুরুল ইসলাম

প্রেসিডেন্ট, ধানীখোলা জাঃ আহমদীয়া

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar